শারদীয় দুর্গোৎসব আর
একুশে একাডেমীর রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুষ্ঠান

আহমেদ সাবেরঃ বাংলা সিডনীর সম্পাদক আনিসুর রহমানকে বলতেই রাজী হয়ে গেলেন। দু'জনে একই এলাকায় থাকি। ঠিক হলো, দু'জনে এক সাথে এসফিল্ড পোলিশ ক্লাবে, বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন আয়োজিত শারদীয় দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান দেখে তার পর ল্যাকেম্বা যাব একুশে একাডেমীর রবীন্দ্র সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সাড়ে পাঁচটার দিকে এসফিল্ডে

পৌছালে বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশনের সভাপতি পি,এস, চুন্ন সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। পোলিশ ক্লাবের মূল হলে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্যারেজ থেকে উপরে উঠে হলে ঢুকতেই আমি তাজ্জব। হল ভর্তি পূজারীর দল, সংখ্যা হিসাবে প্রায় তিনশো'র মত। মঞ্চের এক পাশে দেবী মুর্তি। ভক্তেরা আসছেন, যাচ্ছেন, প্রনাম করে সরে যাচ্ছেন। বাচ্চারা ছুটা ছুটি করছে এদিক, সেদিক। টিন এজারদের কয়েকটা দলকে দেখলাম, এখানে সেখানে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সপরিবারে কেউ কেউ ছোট খাট দলে বসে মায়ের প্রসাদ নিচ্ছেন।

ছোট কালে দেখেছি, পাড়ায় হিন্দুদের পুজো হতো। এক মাস ধরে প্রতিমা বানানোর কাজ চলতো। মাঝে মাঝে আমরা স্কুলে আসা যাওয়ার পথে উঁকি মারতাম। আমার কৌতুহল হলো, এখানেও কি একই প্রক্রিয়ায় মুর্তি নির্মান হয়? মুর্তি বানানোর কারিগর আসে কোথা থেকে? এক ভক্তকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতেই উনি বললেন, সে দিন আর নেই। আমাদের সিন্থেটিক লাইফের যুগে দুর্গা মা ও এখন সিন্থেটিক হয়ে গেছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, মানে?

বুঝলেন না? আগে প্রতিমা নির্মান হতো মাটি দিয়ে। এখন হয় প্লাষ্টিক আর অন্য সব সিন্থেটিক সামগ্রী দিয়ে। রেডীমেড মা দুর্গা আসেন কোলকাতা থেকে। খরচ পড়ে পনর হাজার ডলারের মত।

বলেন কি! আবার অবাক হবার পালা আমার। এতো বিরাট খরচের ধাক্কা ফি বছর ।

না না, প্রতি বছর হবে কেন। আমাদের জীবনে যেমন চলছে রি-সাইকেলের জয় জয়কার, পুজোতেও চলছে তাই।

মানে? আমি আবার বোকা বনে যাই।

বুঝলেন না? আগে দশমীতে মায়ের বিসর্জন হতো, নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো প্রতিমাকে। এখন আর বছরের শেষে মাকে নদীতে ভাসিয়ে বিসর্জন দেয়া হয় না। বিসর্জিত হয়ে মা চলে যান ষ্টোর রুমে। ফিরে আসেন আবার পরের বছরের পুজোয়। এমন করে বছরের পর বছর পুজো চলে একই প্রতিমায়।

এদিকে ধুনচি নাচ প্রতিযোগীতা শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিযোগীদের নাম ডাকা হলো একে একে। আমি কথা বলায় ব্যস্ত বলে নাম গুলো টুকে নিতে পারলাম না। দেবী মূর্তির সামনে একটা ছোট খাট জটলা পেকে উঠলো। এর পর হঠাৎ করেই প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গী করে প্রথম প্রতিযোগী ধুনচি নৃত্য করে গেলেন মিনিট পাঁচেক, সাবলীল ভঙ্গীতে। জোরে হাত তালি পড়লো; দুর্গা মায়ের জয় ধ্বনী হলো। তারপর দ্বিতীয় প্রতিযোগীর শেষে তৃতীয় জন নাচ শুরু করলেন।

ভাবছি, ধুনচি নৃত্য পরিচালনা কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতিযোগীদের নাম গুলো নিয়ে নেব, এমন সময় ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম, সর্বনাশ। ঘড়িতে সোয়া ছ টা বাজে। ল্যাকেম্বাতে সিডনীর একুশে একাডেমী আয়োজন করেছেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরীর সঙ্গীতানুষ্ঠান। শুরু হবে সাড়ে ছ টায়। আয়োজকরা বার বার যথা সময়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। সুতরাং আর দেরী নয়। তাড়া হুড়া করে বেরিয়ে পড়লাম ধুনচি নৃত্য প্রতিযোগীতার শেষ পর্য্যন্ত না দেখে। আমি সিডনীর রাস্তাঘাট তেমন চিনি না। কিন্তু আনিসুর রহমানের রাস্তা ঘাট সব মুখস্ত, যেন জীবন্ত জি,পি, এস। ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী না দেখেই ওনার নেভিগেশানে প্রায় সময় মত চলে আসলাম ল্যাকেম্বা লাইব্রেরী হলে, যেখানে একুশে একাডেমীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হবার কথা।

দোর গোড়াতে দেখা একুশে একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নেয়ামুল বারী নেহালের সাথে। হলে ঢুকে বুঝলাম, না দেরী হয়নি। কারণ তখনো হল প্রায় ফাঁকা। সামনের সারিতে আলো করে বসে আছেন আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য মনি, ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী, পাশে একুশে একাডমীর সভাপতি মফিজুল হক। দেখতে দেখতে প্রায় সাতটা বাজতে চললো। একজন দুজন করে লোক আসছেন। চিন্তিত মুখে একুশে একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক আল নোমান শামীম আর নেয়ামুল বারী নেহালকে কথা বলতে

দেখলাম। কাছে এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, শামীম বলছেন, আর দেরী করা যায় না। ঠিক সাত টায় অনুষ্ঠান শুরু করতেই হবে। যেই কথা সেই কাজ, সাত টায় অনুষ্ঠান শুরু হলো আর অমনি হুড়মুড় করে কোথা থেকে লোক এসে হল ভরে গেল। সবাই যেন কোথায় ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল।

সংক্ষিপ্ত ভুমিকায় আল নোমান শামীম একুশে একাডেমীর এক যুগ পুর্তির উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের শুরু ঘোষনা করলেন। শুরু হলো প্রথম পর্ব - স্থানীয় শিল্পীদের গাওয়া গান আর নৃত্য দিয়ে। প্রথমে দুটো

কোরাশ গান, রবীন্দ্রনাথের - আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে এবং ভবনে আসিল অতিথি সুদুর। অংশ নিয়েছেন, আবদুস সাত্তার, লস্কর শফিকুর, শহীদুল আলম খান, সাঈদ আশিক সুজন, অমিয়া মতিন, সুমিতা দে, অজন্তা মৈত্র, সুলতানা নূর এবং ছায়া বিশ্বাস। তার পর একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন সুমিতা দে। অমিয়া মতিন গাইলেন নজরুল সঙ্গীত চৈতালী চাঁদনী রাতে। এরপর দুটো নাচ, প্রথম - গুন গুন গুঞ্জরনে, পরিবেশন করলেন সাদিয়া রহমান পার্লি আর অপর নাচ পরিবেশন করলেন সিডনীর চেনা মুখ ঝিনুক এবং আজিজ, মন মোর মেঘের সঙ্গী গানের সাথে।

প্রথম পর্বের পর বিশ মিনিট বিরতির শেষে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল সন্ধ্যে সাড়ে আটটায়। ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরীর দরাজ গলায় গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে দিয়ে। এর পর তিনি পর পর আরো ষোলটি রবীন্দ্র সঙ্গীত উপহার দিলেন শ্রোতাদের। উল্লেখযোগ্য কয়েকটা গান - মায়া বন বিহারিনী, ছিন্ন পাতার সাজায় তরনী, নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে, যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন, আজ ধানের ক্ষেতে, মনে রবে কি না রবে, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ, এখন আর দেরী নয়, খর বায়ু বয় বেগে, ইত্যাদি। গানের মাঝে মাঝে তিনি চলে যাচ্ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দিন গুলোতে। স্বাধীন বাংলা বেতারে তার গান গাওয়ার স্মৃতিচারন করলেন। ওনার একক গানের অনুষ্ঠান শেষ করলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় এর বিখ্যাত গান আমি বাংলার গান গাই, গান দিয়ে। এর পর তিনি অমিয়া মতিনের সাথে দুটো আধুনিক গান করলেন - এই রাত তোমার আমার এবং এই পদ্মা এই মেঘনা।

গানের শেষে ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী বাংলাদেশের মাদক সমস্যার সকরুন চিত্র তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের তরুনদের মাদকাশক্তির ছোবল থেকে উদ্ধারার্থে সবার সহযোগীতা কামনা করেন। এরপর তিনি মাদক ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে তার লেখা পাঁচটা বই একুশে একাডেমীকে প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন রাজন নন্দী এবং পিয়াসা বড়ুয়া। কী বোর্ডে সামিউল কবির, তবলায় অভিজিৎ বড়ুয়া, লীড গীটারে দিব্যজ্যাতি বড়ুয়া, বেয গীটারে তানভীর হাওলাদার, মন্দিরায় শাহজাহান বৈতালিক এবং দৃষ্টি নন্দন মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন লরেনস ব্যারেল।